বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটির কাছাকাছি কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন জন্মগ্রহণ করেন। হুগলি মোহসিন কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি লেখাপড়া করেন। ১৮৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট। কর্মজীবনে তিনি প্রথম ভারতীয় ও বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং এ-পদে ৩৩ বছর চাকরি করে ১৮৯১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও একজন ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫২ সালে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা লিখে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয় ইংরেজি উপন্যাস *Rajmohan`s wife*। মোগল-পাঠান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের প্রেমকে উপজীব্য করে ১৮৬৫ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* প্রকাশিত হয় এবং বাংলা সাহিত্যে এটিই প্রথম শিল্পসম্মত সার্থক উপন্যাস। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতঘেঁষা সাধুরীতির বাংলায় যেটুকু জড়তা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তা দূর হলো– বাংলা হয়ে উঠল সাহিত্যের উপযোগী ভাষা। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি উৎকৃষ্টমানের প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এছাড়াও তাঁর অন্যতম কীর্তি *বঙ্গদর্শন* (১৮৭২) পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনা। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যে তিনি 'সাহিত্যসম্রাট' হিসেবে অধিক পরিচিত। এই কীর্তিমান পুরুষ ১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থসংখ্যা ৩৪।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম :

উপন্যাস : *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *রাজসিংহ* (১৮৮২);

রম্যরচনা : *কমলাকান্তের দপ্তর* (১৮৭৫);

প্রবন্ধ : *লোকরহস্য* (১৮৭৪), *বিজ্ঞানরহস্য* (১৮৭৫), *বিবিধ প্রবন্ধ* (১৮৮৭ ও ১৮৯২), *কৃষ্ণচরিত্র* (১৮৮৬)।

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিড়াল' একটি আকর্ষণীয় রম্যরচনা। প্রবন্ধটি 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। রূপকের মাধ্যমে লেখক আমাদের সমাজের দরিদ্র, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের প্রতি ধনী সমাজের প্রভাবের কথা তুলে ধরেছেন। সমাজে শৃঙ্খলা আনতে হলে মানুষকে যে বিচারবুদ্ধি নিয়ে চলতে হবে এবং বৈষম্য দূর করতে হলে যে মানুষকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে তা লেখক সুস্পষ্টভাবে প্রবন্ধটিতে তুলে ধরেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিড়াল' প্রবন্ধটি পাঠের পর আপনি–

- বঙ্কিমচন্দ্রের রম্যরচনার গুণ, মান ও রসবোধের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাবেন।
- সাধুরীতির গদ্য যে কতো সহজ এবং আকর্ষণীয় হতে পারে তা বুঝতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- কিছু ঐতিহাসিক নাম ও স্থান সম্বন্ধে লিখতে পারবেন;
- বিড়াল কোন সমাজের প্রতিনিধি হয়ে কী বলছে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমি শয়ন গৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া হুঁকা হাতে, ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে– দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই– এ জন্য হুকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটু ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও!"

চাহিয়া দেখিলাম– হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভালো নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া ভালো করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, "মেও!" বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে কেহ খায় কই।" বুঝি সে "মেও" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, "তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি– এখন বল কী?"

বলি কী? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়াল দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কী জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও!" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কী? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে– আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলে তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কী? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল– অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী– আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অনুসন্ধান– খোঁজ। **অপরিমিত**– পরিমাণ করা হয়নি যার। **অবমাননা**– অপমান। **অভিপ্রায়**– ইচ্ছা। **আইস**– আসো। **আফিঙ্গ**– আফিম বা অহিফেন। পোস্ত বীজ থেকে তৈরি ওষুধ ও মাদকদ্রব্য। **আহরিত**– সংগ্রহ করা হয়েছে এমন। **উদরসাৎ**– খেয়েফেলা। **এক্ষণে**– এখন। **ওয়াটার্লু**– যুদ্ধক্ষেত্রের নাম। নেপোলিয়ন এখানে ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছে পরাজিত হন। **ওয়েলিংটন**– ডিউক অব ওয়েলিংটন (১৭৬৯-১৮৫৪ খ্রি.) নামে সমধিক পরিচিত। ওয়াটার্লু যুদ্ধে ইনি মহাবীর নেপোলিয়নকে পরাজিত করেন। **কাপুরুষ**– ভীতু পুরুষ। **ক্ষুৎপিপাসা**– ক্ষুধা ও পিপাসা। **চতুষ্পদ**– চার পেয়ে প্রাণী। **চারপায়ী**– টুল বা চৌকি। **চিরাগত**– প্রথা, বহুদিন ধরে যা চলে আসছে। **ঠেঙ্গালাঠি**– লম্বা লাঠি। **ডিউক মহাশয়**– ক্ষুদ্র রাজা, অভিজাত ব্যক্তি। **দিব্যকর্ণ**– অলৌকিক ক্ষমতায় শোনার কান।**ধাবমান হইলাম**– ধেয়ে গেলাম। **নিমীলিত লোচনে**– বন্ধ চোখে। **নিঃশেষ**– একেবারে শেষ। **নেপোলিয়ন**– পূর্ণনাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) মহাবীর ফরাসি সম্রাট। প্রায় সমগ্র ইউরোপ জয় করেন। ১৮১৫ খ্রি. ওয়াটার্লু যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটন কর্তৃক পরাজিত হন। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। **পুনরপি**– আবার।**পাষাণবৎ**– পাথরের মতো **প্রকটিত**– প্রকাশ। **প্রভেদ**– পার্থক্য। **প্রেতবৎ**– প্রেতের মতো। **প্রহার**–শরীরে আঘাত। **বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া**– বিড়াল হয়ে। **বাঞ্ছনীয়**– যা চাওয়া যায় এমন। **বিজ্ঞ**– জ্ঞানী। **ব্যতীত**– ছাড়া। **ব্যূহ রচনা**– যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজানো। **মনুষ্য**– মানুষ। **মার্জার**– বিড়াল। **মূলীভূত**– আসল, গোড়ার। **যথোচিত**– যেমন উচিত। **শয়নগৃহ**– শোয়ার ঘর। **শয্যায়**– বিছানায়। **শাস্ত্রানুসারে**– নিয়ম অনুসারে। **ষষ্ঠি**– লাঠি।**সকাতর চিত্তে**– কাতর মনে। **সগর্বে**– অহঙ্কারের সঙ্গে। **সহায়**– সহকারী।

সারসংক্ষেপ

লেখক এখানে নিজেই কমলাকান্ত। চরিত্রটির মুখ দিয়ে বস্তুত লেখক নিজেই তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন। বিড়াল নিরীহ প্রাণী। সুযোগ পেলেই দুধ চুরি করে খায়। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের যে ব্যবধান তা যে মানুষেরই সৃষ্টি এ কথাই লেখক কমলাকান্ত সেজে বলেছেন। তাঁর মতে যারা দরিদ্র অসহায় তারা অনেক সময় বাধ্য হয়ে অন্যায় করে। তখন ধনীরা তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে। কেন তারা অন্যায় করল তার কারণ কখনো খোঁজা হয় না। বিড়ালকে দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে দেখানো হয়েছে। কমলাকান্তের সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছে রূপকের আশ্রয়ে। আজ সমাজে ধনী ও দরিদ্রের যে পার্থক্য বা বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য দায়ী ধনী মানুষগুলোই। সুতরাং এহেন কাজের জন্য দরিদ্র শ্রেণির মানুষকে শাস্তি দেওয়া অন্যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কে চিরায়ত প্রথা অবমাননা করতে চায়নি?

ক. কমলাকান্ত　　খ. মার্জার
গ. নসীরাম　　ঘ. প্রসন্ন

২. কমলাকান্ত 'পাষাণবৎ কঠিন' হয়েছিল কেন?

ক. লর্ড ওয়েলিংটন আফিং চাওয়ায়　　খ. বিড়ালকে সগর্বে তাড়াতে
গ. প্রসন্ন টাকা চাওয়ায়　　ঘ. মঙ্গলার কষ্টে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

অথৈ ঘরের খাবার বেঁচে গেলে নর্দমায় ফেলে দেয়। কিন্তু তার প্রতিবেশী হাসনা বানু পর্যাপ্ত আয় করতে পারে না বলে প্রায়ই অনাহারে থাকে।

৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কোন রচনার মিল রয়েছে?

ক. বিড়াল　　খ. অপরিচিতা
গ. বিলাসী　　ঘ. আমার পথ

৪. উদ্দীপক ও 'বিড়াল' প্রবন্ধে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে–

ক. ধনীর বৈশিষ্ট্য　　খ. দরিদ্রের বৈশিষ্ট্য
গ. ধনী-দরিদ্র বৈষম্য　　ঘ. ধনী-দরিদ্র সমঝোতা

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বিড়ালের মতো অসহায় প্রাণীরা তাদের অপরাধের জন্য কী কী যুক্তি দেখায় তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- মানুষের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিড়াল কী কী বলেছে তার সার কথাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

"দেখ আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে– চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?"

"দেখ আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কী প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে, তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মতো দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনো অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না– সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?"

"দেখ যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং জোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশি? তা ত নয়– তেলা মাথায় তেল দেয়া মনুষ্যজাতির রোগ– দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর– আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর– ছি! ছি!"

"দেখ আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক দৃষ্টি করিতেছি– কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল– গৃহমার্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল– তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয় এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।"

"আর আমাদিগের দশা দেখ– আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে– জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে– অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, "মেও! মেও! খাইতে পাই না!–" আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া

ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও– নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড নাই কেন? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অধীর– অধৈর্য। **অসীম**– যার সীমা নেই। **উপবাস**– না খেয়ে থাকা। **কস্মিনকালে**– কোনো কালে। **ক্ষুধানুসারে**– কেমন খিদে লাগে তা বিবেচনা করে। **জলযোগ**– হালকা খাবার বা নাশতা। **দণ্ডবিধান**– শাস্তির ব্যবস্থা। **ধর্মাচরণে**– ধর্মের আচার আচরণে। **নিউমান–** একজনবিখ্যাত লেখক। **নির্বিঘ্নে–** নিরাপদে। **নৈয়ায়িক**– যিনি ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **পতিত আত্মা**– দুর্দশায় পড়েছে এমন আত্মা। এখানে কথাটা বিড়ালকে বলা হয়েছে। **পরাস্ত**– পরাজিত। **পাঠার্থে–** পড়ার জন্য। **পুনর্বার**– আবার। **প্রথানুসারে**– নিয়ম অনুসারে। **মহিমা–** গুণ। **মার্জারী মহাশয়া**– স্ত্রী বিড়ালকে সম্বোধনের জন্য মহাশয়-এর সঙ্গে আ-প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে। **সুতার্কিক**– তর্কে পটু। **সরিষা ভোর–** সর্ষে দানার সমান। **সোশিয়ালিস্টিক**– এটি ইংরেজি শব্দ। সমাজতান্ত্রিক। সমাজের সবাই সমান– এমন একটি রাজনৈতিক মতবাদ। **স্বস্থানে–** নিজের জায়গায়।

সারসংক্ষেপ

বিড়াল তার চুরি করে দুধ খাওয়ার কারণ বলতে গিয়ে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার অনিয়মের কথা বলেছে। তার ব্যাখ্যায় ধনী কৃপণদের জন্যই গরিবরা চোর হয়। তাই চোরের শাস্তি হলে যারা চোর তৈরি করে, তাদেরও শাস্তি হওয়া উচিত। বিড়াল তার অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছে যে, মানুষ তেলা মাথায় তেল ঢালে– এটা তাদের সবচেয়ে বড় দোষ। যাদের খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, তাদের জন্য মানুষ ভোজের আয়োজন করে। আর শুধু বেঁচে থাকার জন্য যাদের একটু খাবার প্রয়োজন, তাদেরকে কেউ খেতে দেয় না। ভোজের আসরে খেতেও ডাকে না। বরং খাবার বেঁচে গেলে তা ফেলে দেয়া হয়, তবু ক্ষুধার্তদের জন্য রাখা হয় না। ধনীদের এমন নির্দয় আচরণের জন্যই দরিদ্র অসহায়রা চুরি করে। তাই চুরির জন্য দরিদ্রকে শাস্তি দেয়ার কোনো অধিকার নেই ধনীর। বিড়াল বলতে চায় যে, কৃপণ ধনীরাই চোর সৃষ্টি করে। কারণ তারাই ক্ষুধার্তকে চুরি করতে বাধ্য করে। ধনীরা একাই পাঁচশ জনের সম্পদ ভোগ করে, তবু একটু উচ্ছিষ্ট গরিবদের জন্য রাখে না। এসবই সমাজিক অন্যায়। তাই বিড়ালের মতে, চোরের শাস্তি হলে ধন কুক্ষিগত করার অপরাধে ধনীরও শাস্তি হওয়া উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. পৃথিবীতে ডকসে বিড়ালের অধিকার রয়েছে?

ক. দুধে-আফিঙে　　খ. মৎস্য-মাংসে
গ. মাংসে-দুধে　　ঘ. ছানা-দুধে

৬. বিড়াল চোর হয়েছে কেন?

ক. লোভে পড়ে　　খ. জাতিভেদে
গ. খেতে না পেয়ে　　ঘ. ধনী হবার আশায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

ক্ষুধার তাড়নায় ছেলে রাসু চুরি করেছে। চুরি করার অপরাধে ছেলেকে মারতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো আফাজ আলি।

৭. উদ্দীপকের আফাজ আলির সঙ্গে 'বিড়াল' গল্পের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়?

ক. কৃপণ ধনী　　খ. মার্জারী
গ. কমলাকান্ত　　ঘ. বিড়াল

৮. এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে–

i. শোষণে
ii. মানবিকতায়
iii. জাতিপ্রথা উচ্ছেদে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ওii

পাঠ-৩

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ধনীর প্রতিনিধি হিসেবে কমলাকান্ত বিড়ালকে কী বলতে চেয়েছেন তা বুঝিয়ে লিখতে পারবেন।
- দরিদ্রের দৃষ্টিতে সমাজের উন্নতি বলতে বিড়াল কী বোঝাতে চেয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জার বলিল, "না হইল ত আমার কী? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কী ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কী করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার সুবিচারক এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।"

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মতো এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে– আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও উভয়ে ভাগ করিয়া

খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিং দিব।"

মার্জার বলিল, "আফিঙের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অবিরত– অনবরত। **অস্থি**– হাড়। **আহ্বান**– ডাকা। **আহার্য**– খাবার। **উদর–** পেট। **কৃশ**– রোগা। **কার্পণ্য**– কৃপণতা। **কৃষ্ণচর্ম–** কালো চামড়া। **কৃপণ**– যে শুধু সঞ্চয় করে খরচ করে না। **ক্ষীণ–** দুর্বল। **তদপেক্ষা**– তার চেয়ে।**দণ্ড**– শাস্তি। **দূরদর্শী**– যার ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা আছে। **নির্দয়**– নিষ্ঠুর, দয়াহীন। **ন্যায়ালঙ্কার**– ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত। **পরিদৃশ্যমান**– দেখা যায় এমন। **প্রাঙ্গণ**– মাঠ। **প্রয়োজনাতীত**– প্রয়োজনের চেয়ে বেশি । **প্রাসাদ**– বিশাল বাড়ি। **বঞ্চিত**– প্রতারিত, যে ঠকেছে এমন। **বিনত**– নম্র। **ভার্যা–** স্ত্রী, বৌ। **ভোজ**– খাওয়া-দাওয়া। **মান্য**– সম্মান পাওয়ার যোগ্য। **যুবতী**– যৌবনবতী মেয়ে। **লাঙ্গুল**– লেজ। **শিরোমণি**– সমাজের প্রধান ব্যক্তি। **শিহরিয়া**– শিউরে ওঠা। **শুষ্ক মুখ–** শুকনো মুখ। **সকরুণ**– অতি দুঃখপূর্ণ। **সতরঞ্চ খেলা**– দাবা খেলা। **সহোদর**– একই উদরে জন্ম অর্থাৎ আপন ভাই।

সারসংক্ষেপ

বিজ্ঞ বিড়ালের কথায় সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রতিফলন লক্ষ করে কমলাকান্ত কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেন। যে মতবাদে ধনী এবং নির্ধন সমান। কমলাকান্তের যুক্তি হলো ধনী যদি ধন সঞ্চয় না করে তাহলে সমাজের উন্নতি হবে না। আর বিড়াল মনে করে নির্ধন যদি খেতেই না পায় তাহলে সমাজের উন্নতিতে তার লাভ কী? বিড়ালের মতে, চোরকে শাস্তি দেয়ার আগে একটা নিয়ম করা প্রয়োজন। সেটা হলো, বিচারককে তিন দিন না খেয়ে থাকতে হবে। তখন যদি বিচারকের চুরি করে খেতে ইচ্ছে না করে, তবেই তিনি চোরকে শাস্তি দিতে পারবেন। কমলাকান্ত বিড়ালের সঙ্গে তর্কে না পেরে উপদেশ দিতে চাইলেন। বিড়ালকে ধর্মকর্মে মন দিতে বললেন। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কিছু বইও দিতে চাইলেন। অবশেষে খাবারের ভাগ দিবেন বলে তার্কিক বিড়ালকে চলে যেতে বললেন। খুব খিদে পেলে সর্ষে পরিমাণ আফিমও দিতে চাইলেন। আপোসের কথা শুনে একটু খুশি হয়ে বিদায় নিলো বিড়াল। কমলাকান্ত বিড়ালকে জ্ঞান দিতে পেরেছেন ভেবে আনন্দিত হলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. কমলাকান্ত বিড়ালকে কিসের ভাগ দিতে চেয়েছে?

ক. ছানা　　খ. জলখাবার
গ. আফিং　　ঘ. দুধ

১০. কী কারণে চোর অপেক্ষা কৃপণ ধনী শতগুণে দোষী?

ক. দরিদ্রের ধন চুরি করে　　খ. দরিদ্রকে কিছুই দেয় না
গ. অন্যের সম্পদ লুট করে　　ঘ. সমাজের ধন কুক্ষিগত করে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ও ব্যঙ্গধর্মী রচনার জন্য বিশেষ খ্যাতিমান। তবে তাঁর এই ব্যঙ্গের পেছনে রয়েছে সাম্যচেতনা, ন্যায়বোধ ও মানবিকতা।

১১. উদ্দীপকের চেতনা 'বিড়াল' প্রবন্ধে কার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে?

ক. কমলাকান্ত　　খ. প্রসন্ন গোয়ালিনী
গ. ওয়েলিংটন　　ঘ. বিড়াল

১২. উদ্দীপক ও 'বিড়াল' প্রবন্ধে সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–

i. সাম্যচেতনা প্রকাশে
ii. ডিউক মহাশয়ের বক্তব্যে
iii. বিড়ালের দ্রোহে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১৩. আফিংখোর কে ?

ক. ওয়েলিংটন　　খ. ডিউক
গ. প্রসন্ন　　ঘ. কমলাকান্ত

১৪. 'পরোপকার' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. মানবধর্ম　　খ. নৈতিক ধর্ম
গ. পরম ধর্ম　　ঘ. চরম ধর্ম

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

রাস্তার পাশে দশতলা একটি অবৈধ স্থাপনা ভাঙ্গা হবে। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের লোকজন প্রস্তুত। এলাকার মানুষের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। ওদিকে অপরপাশে রেলের বস্তিটি উচ্ছেদ করার সময় কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

১৫. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিচের কোন রচনার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আমার পথ　　খ. অপরিচিতা
গ. বিড়াল　　ঘ. জীবন ও বৃক্ষ

১৬. উদ্দীপক ও 'বিড়াল' প্রবন্ধের উপজীব্য–

ক. ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য　　খ. প্রতিবাদী চেতনা
গ. অন্যায়ের প্রতিরোধ　　ঘ. দরিদ্রের প্রতি মমত্ববোধ

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

বনমালী বাবুর বাড়িতে আজ ভোজের আয়োজন। উপলক্ষ আর কিছুই নয়। তার বড় মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। তিনি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত করেছেন। সমাজসেবায় জড়িত থাকার কারণে ছোট নেতারা পর্যন্ত আমন্ত্রণ থেকে বাদ পড়েনি। আমন্ত্রিত অতিথিরা বিলাস-ব্যসনে সময় কাটিয়ে আনন্দচিত্তে বাড়ি ফেরেন। এর কয়েকদিন পর বনমালী বাবুর বাড়িতে একজন ভিখারি আসে। অভুক্ত ভিখারি ক্ষুধার তাড়নায় বনমালী বাবুর নিকট খাবার খেতে চায়। কিন্তু তিনি ভিখারিকে খাবার না দিয়ে তিরস্কার করেন।

ক. নেপোলিয়ন কে ছিলেন?
খ. 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ'– কেন? বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকে 'বিড়াল' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?– ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'বিড়াল' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু চেতনাগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

ডাকিল পান্থ,দ্বার খোলো বাবা,খাইনি তো সাত দিন !
সহসা বন্ধ হলো মন্দির,ভুখারি ফিরিয়া চলে,

তিমির রাত্রি,পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে !
ভুখারি ফুকারি কয়,
ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয় !

ক. মার্জার শব্দের অর্থ কী?
খ. 'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।'–বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের ভিখারির সঙ্গে 'বিড়াল' প্রবন্ধে কার মিল রয়েছে?–আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকে 'বিড়াল' প্রবন্ধের একটি সমাজ-সত্য ফুটে উঠেছে।"–মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.
নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন।

খ.
'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' বলতে ধনীরা যে শুধু ধনীদেরকেই গুরুত্ব দেয় সে বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।
'বিড়াল' প্রবন্ধে মনুষ্যজাতির একটি রোগ বা বিশেষ প্রবণতার কথা বলা হয়েছে। এই রোগটি হলো তেলা মাথায় তেল দেয়া। অর্থাৎ যার সম্পদের অভাব নেই তাকে আরও সহযোগিতা করা। সমাজে সাধারণত দেখা যায় ধনী ব্যক্তিরা যদি কখনো ভোজের আয়োজন করেন সেখানে ধনী ব্যক্তিদেরই প্রাধান্য থাকে। তাদের খাবারের অভাব নেই তবুও তারা অন্য ধনী ব্যক্তির বাড়িতে খাবারের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। কিন্তু যারা ক্ষুধার জ্বালায় মরে তারা কিন্তু এসব ভোজসভায় সহসা নিমন্ত্রণ পায় না। এখানে 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' বলতে সমাজে ধনিক শ্রেণির এই বিশেষ প্রবণতাটিকেই বোঝানো হয়েছে।

গ.
উদ্দীপকে বনমালী বাবুর আচরণে অমানবিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে।
সমাজে ধনী ব্যক্তিরা দরিদ্রদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজেরা বিলাসী জীবন যাপন করে। দরিদ্ররা যে এ সমাজেরই অংশ তা তারা বিবেচনায় আনতে চায় না। অনেক সময় দেখা যায় দরিদ্রদের রক্ত পানি করা পরিশ্রমের অর্থে ধনীরা আরাম আয়েশ করে। ধনীরা মুখে নীতিকথা শোনায়, সুযোগ পেলে ধর্মের বুলি আওড়ায়। কিন্তু দরিদ্রদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সমাজের উন্নতির নামে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করে।
উদ্দীপকে বনমালী বাবু একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি কন্যার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ–৫ প্রাপ্তি উপলক্ষে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করান। তার আমন্ত্রণ থেকে ছোট-খাট নেতারাও বাদ পড়ে না। কিন্তু কয়েকদিন পরে বাড়িতে একজন ভিখারি এলে তিনি তাকে তাড়িয়ে দেন। বনমালী বাবু সমাজের প্রভাবশালীদের আমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন, কিন্তু যে অভুক্ত ও দরিদ্র সে অন্ন ভোগ করতে পারেনি। উদ্দীপকে বনমালী বাবু উপলব্ধি করেননি যে দরিদ্ররাও মানুষ, তাদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা আছে। বনমালী বাবুর এ ধরণের আচরণ যেমন অমানবিক তেমনি তা অনৈতিকও বটে। অন্যদিকে 'বিড়াল' প্রবন্ধেও দেখা যায়, বিড়াল ও কমলাকান্তের কথোপকথনে দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের এই অবহেলার স্বরূপটি ফুটে ওঠেছে। বলা যায়, বিড়াল প্রবন্ধে ধনীদের অমানবিক আচরণের বিষয়টি উদ্দীপকের বনমালী বাবুর আচরণে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ.
'বিড়াল' প্রবন্ধের শ্রেণি-বৈষম্য উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে যা চেতনাগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন।
যে সমাজ শ্রেণি চরিত্রকে ধারণ করে সেখানে ধনিক শ্রেণি দরিদ্রদের শোষণ করে অর্থ সঞ্চয় করে।সমাজের উন্নতির কথা বলে তারা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। এই ধনিক শ্রেণিটি মুখে ধর্মের কথা শোনায়, আদর্শের কথাও বলে। তাদের এ ধরনের মানসিকতার কারণে সমাজে দরিদ্ররা আরও নিঃস্ব হয়। একটি সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে এটা অন্তরায় সৃষ্টি করে।
উদ্দীপকে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি বনমালী বাবু তার কন্যার জিপিএ–৫ প্রাপ্তি উপলক্ষে বাড়িতে ভোজের আয়োজন করেছেন। সেখানে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ছোট নেতারা পর্যন্ত আমন্ত্রিত হয়েছেন। কিন্তু এই ভোজ অনুষ্ঠানে দরিদ্রদের

আহারের কোনো সুযোগ নেই, অথচ তারা অভুক্ত। বনমালী বাবু এই ভোজ অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পর তার বাড়িতে আসা একজন ভিখারীকে খাবার না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে 'বিড়াল' প্রবন্ধে দেখি বিড়াল শোষিত শ্রেণি ও কমলাকান্ত ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি। বিড়াল ও কমলাকান্তের কথোপকথনে উঠে এসেছে ধনীরা কীভাবে দরিদ্রদের অধিকার ক্ষুণ্ন করে। সমাজে দরিদ্রদের প্রতিবাদে কোন কাজ হয় না। বরং তারা যেন শোষক শ্রেণির যাঁতাকলে নিয়ত চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। বস্তুত 'বিড়াল' প্রবন্ধে কমলাকান্ত ও বিড়ালের আলোচনায় এই চিরকালীন সমাজ সত্যটিই ফুটে উঠেছে।

'বিড়াল' প্রবন্ধে বিড়াল দরিদ্র শ্রেণি এবং কমলাকান্ত ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি। উদ্দীপকের বনমালী চরিত্রেও ধনিক শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। উভয়টিতে দেখা যায় দরিদ্ররা বরাবরই শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। মানুষকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ধনীরা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থেকেছে। দরিদ্রদের বাঁচার অধিকারটুকুকেও এই ধনিক শ্রেণি স্বীকৃতি দেয় না। যদিও এ শোষণ ও নিপীড়ন একটি মানবিক সমাজ গঠনের পক্ষে বেশ অন্তরায়। সবশেষে বলা যায়, উদ্দীপক ও 'বিড়াল' প্রবন্ধ চেতনাগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে হোসেন মিয়া একটি রহস্যময় চরিত্র। উপন্যাসে সে একটি দ্বীপের মালিক, যার নাম ময়না দ্বীপ। ময়না দ্বীপে হোসেন মিয়া সকল শ্রেণির মানুষের আবাস গড়তে চায়। সে স্বপ্ন দেখে এখানে কোনো ধর্মীয় ভেদ থাকবে না, কোনো অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি হবে না। এখানকার সকল মানুষ সমাজে সম অধিকারে বসবাস করবে। এখানে এমন একটি স্বপ্নের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে সকল সময়ে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকবে।

ক. কার দোষে দরিদ্ররা চোর হয়?

খ. 'খাইতে দাও, নহিলে চুরি করিব।'–বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বিড়াল' রচনাটির মিলগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. "হোসেন মিয়ার ভাবনাই 'বিড়াল' রচনাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।"–উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ক ৩. ক ৪. গ ৫. খ ৬. গ ৭. গ ৮. খ ৯. গ ১০. ঘ ১১. ক ১২. ঘ
১৩. ক ১৪. গ ১৫. গ ১৬. ক